তিন যুবকের জনসম্মুখে বিচার করলেন মাতবররা!

দোকানে চুরির অপরাধে সন্দেহ ভাজন তিন যুবককে পুলিশে না দিয়ে জনসম্মুখে বিচার করলেন গ্রাম্য মাতব্বররা। শালিসি সিদ্ধান্তে প্রায় ঘন্টাব্যাপী কয়েকশো মানুষের মাঝখানে বসিয়ে রেখে শাস্তি দেয়া হয় তাদের, করা হয় মারধর।

ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার হিজলবাড়িয়া গ্রামের। সন্দেহ ভাজন যুবকরা হলেন, হিজলবাড়িয়া গ্রামের জাব্বার আলীর ছেলে সোহেল (২৫), ফজলুর রহমানের ছেলে জমজম (২০) এবং আমিরুল ইসলামের ছেলে সোহাগ বাদশা।

জানা গেছে, হিজলবাড়িয়া বাজারের ইকরামুল হকের মুদি ও সারের দোকান ভেঙ্গে মালামাল চুরি হয় গত রবিবার রাতে। চুরির বিষয়টি সিসি টিভি ফুটেজ দেখে ওই গ্রামের সোহেল কে সনাক্ত করা হয়। পরে সোহেলকে ধরে এনে একটি দোকানে আটকিয়ে মারধর করেন দোকান মালিক একরামুলের ছেলে রনি ও তার লোকজন। এক পর্যায়ে সন্দেহভাজন সোহেল ওই গ্রামের যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশার জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেন। দোকান মালিকের ছেলে রনি ও তার লোকজন ধরে নিয়ে আসে যুবক জমজম ও সোহাগ বাদশাকে।

দোকানে আটকিয়ে মারধর শেষে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস করা হয় তাদের বিরুদ্ধে। এঘটনা গাংনী থানা পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছায়। দোকান মালিক একরামুল ও তার ছেলে রনির লোকজনের তোপের মুখে পড়ে ফিরে আসেন পুলিশ সদস্যরা। পরে শুরু হয় গ্রাম্য শালিস।

স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী ও স্থানীয় বিএনপি নেতা বাসিরুল আজিজও বসেন শালিসে। শতশত গ্রামবাসীরাদের মাঝখানে ঘন্টাব্যাপী বসিয়ে রাখা হয় চুরির সাথে জড়িত সন্দেহভাজন যুবকদের। পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হয় অভিযুক্তদের পরিবারের লোকজন তাদেরকে শালিসের মধ্যে মারধর করে নিয়ে যেতে হবে। শালিসের শেষে জনসম্মুখে মারধর করা হয় তাদের।

এ ঘটনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া শুরু হয় এলাকাজুড়ে। অনেকেই বলেন, অপরাধী হলে তাদের আইনের হাতে সোপর্দ না করে জনসম্মুখে এমন বিচার মানবাধিকার লঙ্ঘন। আবার অনেকেই বলছেন গ্রাম্য শালিস বা

সামাজিক বিচার ব্যাবস্থা না থাকায় এলাকায় চুরি ডাকাতিসহ নানা অপরাধ বাড়ছে। তাই তাদের প্রকাশ্য ও জনসম্মুখে বিচার করা হচ্ছে।

দোকান মালিক রিপন আলীকে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পুলিশ এসেছিল, আমরা তাদের তাড়িয়ে দিয়েছি, সাংবাদিকদের ডাকা হয়নি। আপনারা কেনো এসেছেন??

এবিষয়ে শালিসে থাকা স্থানীয় ইউপি সদস্য রিপন আলী জানান, একরামুলের দোকানে চুরির ঘটনা ঘটে। পরে শালিস করে তাদের বিচার করা হয়েছে।

গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানান, চুরির ঘটনায় কেউ অভিযোগ করেনি। এবং শালিসের বিষয়ে আমার জানা নেই।

আজকের মেহেরপুর এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

সত্য ও ন্যায়ের সন্ধানে অঙ্গীকার নিয়ে “আজকের মেহেরপুর” এর ৮ম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে একটি প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রাত আটটার সময় এ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন, “আজকের মেহেরপুর” এর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক মামুনুর রশিদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ আশরাফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, “আজকের মেহেরপুর” এর প্রকাশক ও সম্পাদক সেলিম রেজা এবং মুন্সী জাহাঙ্গীর জিন্নাত (হিরক)। এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, অ্যাডভোকেট সাইদুর রহমান রিপন এবং আমঝুপি শিশু-কিশোর সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা আসাদুজ্জামান লিটন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন মেহেরাব হোসেন সঞ্চয়। পুরো অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন, সাদ আহমেদ।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে “আজকের মেহেরপুর” এর বিগত আট বছরের পথচলার প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনগুলোতেও বস্তুনিষ্ঠ ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার মাধ্যমে জেলার মানুষের পাশে থাকার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠান শেষে কেক কাটা ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।

তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে বিএনপির আনন্দ মিছিল

দীর্ঘ ১৭ বছরের প্রবাসজীবন শেষে বিএনপি’র ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আগামী ২৫ ডিসেম্বর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাতটার দিকে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র কার্যালয় থেকে একটি বিশাল আনন্দ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়। এ সময় নেতাকর্মীরা তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে বিভিন্ন স্লোগানে পুরো এলাকা মুখরিত করে তোলেন।

নেতারা বলেন, তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিএনপি ও দেশের রাজনীতির জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। এর মাধ্যমে দল আরও শক্তিশালী হবে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলন নতুন গতি লাভ করবে। সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরেও এ উপলক্ষে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে।

মিছিলের নেতৃত্ব দেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান। এতে অংশগ্রহণ করেন, মুজিবনগর উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি আমিরুল ইসলাম, জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, রোমান আহমেদ, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ

মোহাম্মদ, পৌর বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল লতিফ, সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকাবিল্লাহসহ জেলা, উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গসংগঠনের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী।

মেহেরপুরে কয়েক ঘন্টার ব্যবধানে সড়কে প্রাণ গেলো আরও একজনের, স্ত্রী ও শিশু সন্তান আহত

মেহেরপুরে কয়েকঘন্টার ব্যবধানে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল আরও একজনের। আজ মঙ্গলবার বিকাল ৫টার দিকে গাংনী-কুথিলী সড়কে ইটবোঝাই ট্রলির সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে তুহিন হোসেন (৩০) নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় তার স্ত্রী তমা খাতুন ও শিশু কন্যা তানহা গুরুতর আহত হয়েছেন।

নিহত তুহিন হোসেন গাংনী উপজেলার করমদী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে। তিনি পেশায় একজন ইলেকট্রনিক মিস্ত্রি ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, তুহিন হোসেন তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে গাংনী শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ভাটপাড়া বাঙ্গালপাড়া এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি বেপরোয়া গতির স্যালোইঞ্জিনচালিত ইটবোঝাই ট্রলি তাদের মোটরসাইকেলটিকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই তুহিন হোসেন মারা যান।

আহত তমা খাতুন ও শিশু তানহাকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার ডা. ফারুক হোসেন জানান, আহত মা ও শিশুর শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় উন্নত

চিকিৎসার জন্য রেফার্ড করা হয়েছে।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস জানান, নিহতের মরদেহ উদ্ধারের প্রক্রিয়া চলছে এবং এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এর আগে, সকাল সাড়ে ৮টার দিকে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় এক যুবকের মারা গেছেন।

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দু’পক্ষের সংঘর্ষে নিহত ৫

নোয়াখালীর হাতিয়ায় চর দখল নিয়ে দুই পক্ষের সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ৫ জন। এ ঘটনায় আরও বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন। মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) বিকেলে সুখচর ইউনিয়নের জাগল্লার চরে এ ঘটনা ঘটে।

হাতিয়া থানার ওসি সাইফুল আলম বলেন, মঙ্গলবার সকালের দিকে উপজেলার সুখচর ইউনিয়নের জাগলার চরে এই সংঘর্ষের ঘটে।

ওসি ঘটনাস্থলে আছেন জানিয়ে বলেন, এর মধ্যে একটি মরদেহ জেলা শহরে রয়েছে। বাকি চারটি মরদেহ ঘটনাস্থলে আছে।

সূত্র: bdnews 24.com

মেহেরপুরে বিএনপির চিফ এজেন্ট অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসনে বিএনপি মনোনীত চিফ এজেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছেন

সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন।

মেহেরপুরে গণঅধিকার পরিষদ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের প্রস্তুতি হিসেবে বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের প্রার্থীরা মেহেরপুরের দুটি আসন থেকে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন।

মেহেরপুর-১ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি সাইফুল ইসলাম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেন।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ আসনে দলের প্রার্থী হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্র অধিকার পরিষদের মেহেরপুর জেলা শাখার সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রাইসুল হক মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, সমাজসেবা বিষয়ক সম্পাদক মিনারুল ইসলাম এবং মেহেরপুর জেলা ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি আলমগীর হোসেন।

গণঅধিকার পরিষদের নেতারা জানান, দলটি আসন্ন নির্বাচনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করবে। নির্বাচনী প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই মনোনয়নপত্র সংগ্রহকে তারা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন।

মেহেরপুরে স্বতন্ত্র প্রার্থী ডা. সজিবুল হকের মনোনয়নপত্র উত্তোলন

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ (মেহেরপুর সদর-মুজিবনগর) আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন ডা. সজিবুল হক।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর সোয়া ১টার দিকে জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং অফিসার অনুপস্থিত থাকায় সহকারী রিটার্নিং অফিসার এবং মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার খায়রুল ইসলামের কাছ থেকে তিনি এ ফরম সংগ্রহ করেন।

মনোনয়নপত্র গ্রহণের পর ডা. সজিবুল হক বলেন, ‘নির্বাচিত হলে আমি মানুষের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করব। অসহায়, গরিব ও দুঃস্থ মানুষের পাশে দাঁড়াব। বেকারত্ব দূরীকরণে বিভিন্ন উদ্যোগ নেব এবং রাস্তাঘাটসহ এলাকার সার্বিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করব।’

এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় সমর্থক, নেতাকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬-এ অনুষ্ঠিতব্য এ নির্বাচনে মনোনয়নপত্র জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মেহেরপুর-১ আসনটি এবারও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

নারী প্রার্থী হিসেবে আলোচনায় রোমানা আহমেদ

মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় জাতীয়তাবাদী মহিলা দলের সাবেক শিশু বিষয়ক সম্পাদক রোমানা আহমেদ ত্রয়োদশ

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন থেকে সংসদ সদস্য প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছেন।

একজন নারী প্রার্থী হিসেবে তাঁর মনোনয়ন উত্তোলনকে ঘিরে স্থানীয় রাজনৈতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) দুপুর দেড়টার দিকে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা ও মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলামের কাছ থেকে রোমানা আহমেদের প্রতিনিধি দল আনুষ্ঠানিকভাবে মনোনয়ন ফরম সংগ্রহ করে।

দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতিতে সক্রিয় রোমানা আহমেদ তৃণমূল পর্যায়ে একজন পরিচিত ও জনপ্রিয় মুখ। তিনি এর আগে টানা দুইবার মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় তাঁর এই অভিজ্ঞতা তাঁকে শক্তিশালী নারী নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মেহেরপুর-১ আসনে একজন অভিজ্ঞ নারী প্রার্থীর মনোনয়ন উত্তোলন বিএনপির জন্য কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এতে নারী ভোটারদের পাশাপাশি তরুণ ভোটারদের মধ্যেও ইতিবাচক সাড়া পড়তে পারে বলে মনে করছেন তারা।

মনোনয়নপত্র উত্তোলনের সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সাবেক সহ সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন, জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহ্বায়ক আজমল হোসেন মিন্টু, সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৌরভ হোসেন, জেলা মহিলা দলের সহসভাপতি সাবিয়া সুলতানাসহ বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নারী নেতাকর্মীরা।

রোমানা আহমেদের মনোনয়ন উত্তোলনের খবরে জেলা বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ ও প্রত্যাশা দেখা দিয়েছে। নারী নেতৃত্বের অগ্রযাত্রায় তাঁর এই পদক্ষেপ মেহেরপুরের রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

সিরাজগঞ্জে গণঅধিকার পরিষদ নেতার মরদেহ উদ্ধার

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুর থানাধীন যমুনা নদীর বালুবাহী ড্রেজার থেকে গণঅধিকার পরিষদের এক নেতার মরদেহ উদ্ধার করেছে চৌহালী নৌ থানা পুলিশ।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) দুপুরে জালালপুর ইউনিয়নের পাড়ামোহনপুর এলাকায় যমুনা নদীতে চলমান একটি ড্রেজার থেকে লাশটি উদ্ধার করা হয়। নিহত হাফিজুল ইসলাম হাফিজ (৩১) এনায়েতপুর থানা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এবং বাঐখোলা গ্রামের কমল মুন্সীর ছেলে।

জানা গেছে, নিহত হাফিজসহ কয়েকজন মিলে জালালপুর, আড়কান্দি ও পাড়ামোহনপুর এলাকায় বালুর ব্যবসা করতেন। গত রোববার (২১ ডিসেম্বর) রাতে একটি ড্রেজারের বাল্কহেডে সহযোগীদের সঙ্গে খাবার খেয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়েন।

সোমবার (২২ ডিসেম্বর) সকালে সহকর্মীরা তাকে অচেতন অবস্থায় দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেন। পরে এনায়েতপুর থানা পুলিশ ও চৌহালী নৌ থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে।

চৌহালী নৌ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ ফিরোজ উদ্দিন ঢাকা পোস্টকে বলেন, নিহতের শরীরে কোনো ধরনের আঘাতের চিহ্ন নেই এবং প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি স্বাভাবিক মৃত্যু বলেই মনে হয়েছে। নিহত হাপিজ রাতে খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পরিবারের কোনো অভিযোগ না থাকায় লাশটি হস্তান্তর করা হয়েছে।